গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
কার্যক্রম ও এডিপি শাখা
www.rthd.gov.bd

নং- ৩৫.০০.০০০০.০৩২.১৪.০৩২.১৭(অংশ)-১২২

তারিখঃ ২৬ ফাল্গুন ১৪২৫ / ১০ মার্চ ২০১৯

বিষয়ঃ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনান্তে এডিপি/আরেডিপি'র শতভাগ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্র : পরিকল্পনা কমিশনের পত্র নং ২০.০৬.০০০০.৬০৫.০৯.০০১.১৮(অংশ-২)/২০০; তারিখ: ২৬-০২-২০১৯

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ১৭-০২-২০১৯ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তি : সভার কার্যবিবরণী।

(মোঃ সামীমুজ্জামান)
উপপ্রধান (কার্যঃ ও এডিপি)
ফোন-৯৫১৪২৬৬
E-mail: shamimrafi1968@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, ঢাকা
২। নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৩। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
৪। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, ৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা
৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
(পত্রটি এ বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৩। যুগ্মপ্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৪। উপপ্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৫-৬। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

www.rthd.gov.bd // date: 2019-03-10

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা কমিশন
কার্যক্রম বিভাগ

নং- ২০.০৬.০০০০.৬০৫.০৯.০০১.১৮ (অংশ-২)/২০০

তারিখঃ ১৪ ফাল্গুন, ১৪২৫ / ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

বিষয়ঃ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনান্তে এডিপি/আরএডিপি'র শতভাগ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী প্রসঙ্গে।

সূত্র: কার্যক্রম বিভাগের পত্র নং-২০.০৬.০০০০.৬০৫.০৯.০০১.১৮ (অংশ-২)/১৯০(১); তারিখ: ০৪/০২/২০১৯;

উপর্যুক্ত বিষয়ের ও সূত্রের আলোকে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা, এডিপি/আরএডিপি'র শতভাগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য গত ১৭/০২/২০১৯ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী কার্যার্থে নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

২৬/০২/২০১৯
(রুমি তন্‌চংগ্যা)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯১১৪০৭৬

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, সংসদ ভবন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. সিনিয়র সচিব, সেতু বিভাগ, সেতু ভবন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, বনানী, ঢাকা।
৬. সদস্য (সিনিয়র সচিব), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৭. সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. সিনিয়র সচিব, সুরক্ষা ও সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. সিনিয়র সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. সিনিয়র সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
১৪. সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬. সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭. সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১৮. সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিবহণ পুল ভবন (৯ম তলা) আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
২০. সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২১. সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, গণভবন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।
২২. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৩. সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৪. সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৫. সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
২৬. সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৭. সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৮. সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, ঢাকা।
২৯. সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন, ১ সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৩০. সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সচিবের দপ্তর
অতিরিক্ত সচিব
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
✓ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
অতিরিক্ত সচিব (আইন)
অতিরিক্ত সচিব (আঃ ট্রাঃ)
✓ যুগ্মপ্রধান
একান্ত সচিব
ডাইরী নম্বরঃ
তারিখঃ 11 MAR 2019
স্বাক্ষর

যুগ্মপ্রধান এর দপ্তর
উপপ্রধান (সওজ জিওবি)
উপপ্রধান (পরিঃ ও কার্যঃ)
উপপ্রধান (চঃ দাঃ) (কার্য ও এডিপি)
সিঃ সহঃ প্রধান (মূল্যায়ন/সমন্বয়)
সিঃ সহঃ প্রধান (বৈদেশিক সহায়তা)
সিঃ সহঃ প্রধান (ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণ)
সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা)
পিও
ডায়েরী নম্বরঃ
তারিখঃ

উপপ্রধান (পরিঃ ও কার্যঃ)-এর দপ্তর
সিনিয়র সহঃ প্রধান (কার্যঃ ও এডিপি)
সহঃ প্রধান (পরিঃ/বৈঃ সহায়তা)
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
ডাইরী নম্বরঃ ৪০৭
তারিখঃ

PC.03/D:\Rumi\Letter-Bibidha(N).doc

(P.T.O)

www.rthd.gov.bd // date: 2019-03-10

৩১. সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩২. সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৩. সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৪. সদস্য, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩৫. সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৬. সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৭. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৮. সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৯. সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪০. সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪১. সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪২. সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৩. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৪. সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৫. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৬. সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪৭. সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৮. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৯. সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫০. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫১. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৫২. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৩. সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন, ঢাকা।
৫৪. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন চত্বর, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫৫. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৬. সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিবহণ পুল ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
৫৭. সচিব, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫৮. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫৯. সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬০. সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬১. সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬২. সচিব, তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি বিভাগ, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা।
৬৩. সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৬৪. প্রধান (সকল), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৬৫ যুগ্ম-প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
২. সদস্য (কার্যক্রম) মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান/গবেষণা কর্মকর্তা, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪. সিনিয়র সিস্টেম এ্যানালিস্ট, আইসিটি সেল, পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা **(ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)।**
৫. প্রধান (কার্যক্রম) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৬. যুগ্ম-প্রধান (কৃষি/ভৌত/আঃ সাঃ উইং) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৭. উপ-প্রধান (কৃষি/ভৌত/আঃ সাঃ উইং) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

www.rthd.gov.bd // date: 2019-03-10

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা কমিশন
কার্যক্রম বিভাগ

বিষয়ঃ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনান্তে এডিপি/আরএডিপি'র শতভাগ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যলোচনা ও পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম.এ. মান্নান. এমপি এর সভাপতিত্বে গত ১৭/০২/২০১৯ তারিখে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ, প্রধানগণ, সংস্থাপ্রধানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক' এ সন্নিবেশিত হলো।

১.২ সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ ও সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি সভার গুরুত্ব উল্লেখ করে বলেন যে, সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনাকে সামনে রেখে জাতীয় বাজেটের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে অন্যান্য অর্থ বছরের ন্যায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপি প্রণয়ন করা হয়। এডিপি বা সরকারি বিনিয়োগের সফল বাস্তবায়ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কাঙ্খিত স্তরে উত্তরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ইত্যোমধ্যে চলতি অর্থ বছরের বিগত ৭ মাসে এডিপি'র বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার পর্যালোচনা এবং অর্থ বছরের অবশিষ্ট সময়ে এডিপি/আরএডিপি'র শতভাগ বাস্তবায়নে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে আলোচনা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। অতঃপর তিনি সভাপতি মহোদয়কে সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদানের অনুরোধ জানান। সভাপতি মহোদয় বলেন যে, প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিবেশ বান্ধব, দরিদ্র বান্ধব, গ্রাম বান্ধব ও প্রতিবন্ধি বান্ধব বিষয়কে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ ছাড়া, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সহায়ক এমন প্রকল্প গ্রহণে গুরুত্ব দিতে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অনুরোধ করেন। তিনি সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে চলমান প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন ধরণের প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যাসমূহ থাকলে তা সভায় উপস্থাপনের আহবান জানান। এ পর্যায়ে সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ ও সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ প্রধান,কার্যক্রম বিভাগ-কে সভার কার্যপত্র উপস্থাপনের আহ্বান জানান।

২.০। উপস্থাপনাঃ

২.১ কার্যক্রম বিভাগের প্রধান সভায় উল্লেখ করেন যে, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এডিপি'র মোট আকার ১৮০৮৬৯.১৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে জিওবি ১১৩০০০.০০ কোটি টাকা, প্রকল্প সাহায্য ৬০০০০.০০ কোটি টাকা ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নের পরিমাণ ৭৮৬৯.১৭ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দসহ অন্তর্ভুক্ত মোট প্রকল্প সংখ্যা ১৪৫১টি। অতঃপর তিনি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ৭ মাসে অর্থাৎ জানুয়ারি/২০১৯ পর্যন্ত ৫৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতির চিত্র সভায় তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এডিপি'র বরাদ্দ ও ব্যয়ের সার্বিক চিত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার মোট বরাদ্দের ৩৪.৪৩% (জিওবি ৩২.৪১% ও প্রকল্প সাহায্য ৩৭.৫৪% এবং নিজস্ব অর্থায়ন ৩৯.৮১%)।

২.৩ কার্যক্রম বিভাগের প্রধান এ পর্যায়ে বলেন যে, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর অনুকূলে মোট ১,৩২,৮৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে, যা এডিপি বরাদ্দের ৭৩%। এ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর এডিপি'র সামগ্রিক অগ্রগতি অনেকাংশেই নির্ভরশীল। বিগত ৭ মাসের অগ্রগতি চিত্র পর্যালোচনায় লক্ষ্য করা যায় এ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ মোট ৪৭৪০২ কোটি টাকা ব্যয় করতে সক্ষম হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ৩৬%।

২.৪ তিনি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে সর্বোচ্চ অগ্রগতি সম্পন্ন ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরেন। এতে দেখা যায় যে, ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৪২০০৩.০০ কোটি টাকার মধ্যে

www.rthd.gov.bd // date: 2019-03-10

এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মোট ২২৯৭৬.০০ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৫৫%। এছাড়া, সর্বনিম্ন অগ্রগতি সম্পন্ন ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বরাদ্দ ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১৭৯৮৯.০০ কোটি টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ২০২০.০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যা মোট বরাদ্দের মাত্র ১১%।

২.৫ অতঃপর তিনি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত আরএডিপি বরাদ্দের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত আরএডিপিতে মোট ২০০৫৪৫.৯৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে, যার মধ্যে জিওবি ১৪১৭৩৪.০৫ কোটি টাকা, প্রকল্প সাহায্য ৫১০০০.০০ কোটি টাকা ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন ৭৮১১.৯১ কোটি টাকা। তিনি সভায় বলেন, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের মূল এডিপি বরাদ্দের তুলনায় প্রস্তাবিত আরএডিপিতে মোট ১৯৬৭৬.৭৯ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। যা মোট এডিপি বরাদ্দের তুলনায় প্রায় ১০.৮৭% বেশী।

২.৬ প্রধান (কার্যক্রম) এ পর্যায়ে এডিপি'র সুষ্ঠু ও সময়োপযুগী বাস্তবায়ন তথা সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা অধিকতর কার্যকর করার জন্য কিছু প্রস্তাবনা সভায় উপস্থাপন করেন। নতুন প্রকল্প গ্রহণ ও অর্থ বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রকল্পের অগ্রাধিকার নির্ধারণপূর্বক মন্ত্রণালয়/বিভাগের MTBF-এর সিলিং এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেই প্রকল্প গ্রহণ করার বিষয়ে তিনি সভায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়া, সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ৩৪৪টি প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করে জনগণের নিকট প্রকল্পের সুফল পৌঁছাতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২.৭ প্রধান (কার্যক্রম) তার উপস্থাপনায় আরো বলেন যে, প্রকল্প অনুমোদনের পর বাস্তবায়নকালে প্রায় সকল প্রকল্পই এক বা একাধিক বার সংশোধন হয়ে থাকে। প্রকল্প সংশোধন ও মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে তিনি বলেন যে, সিডিউল রেট পরিবর্তন, ডিজাইন পরিবর্তন, স্পেসিফিকেশন পরিবর্তন, ভূমি অধিগ্রহণ ব্যয় বৃদ্ধি, নতুন আইটেম সংযোজন বা কর্মপরিধি বৃদ্ধি ইত্যাদি পরিবর্তনের কারণে প্রকল্প সংশোধন হয়ে থাকে। এতে প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত হয় না এবং প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি যেমন ব্যাহত হয় তেমনি প্রকল্পের সুবিধাদি হতেও জনগণ বঞ্চিত হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের ধীর অগ্রগতি সামগ্রিকভাবে এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অনুমোদিত প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম সম্পাদনে একান্ত অপরিহার্য না হলে প্রকল্প সংশোধন পরিহার করা আবশ্যক। এছাড়া, বিশেষ কারণ ছাড়া প্রকল্পের ২য় সংশোধন এবং ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি পরিহারের বিষয়ে গত ১০/০৫/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত এনইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুসরণ করার প্রস্তাব করেন। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন অনেকাংশেই সম্ভাব্যতা সমীক্ষার উপর নির্ভরশীল। কাজেই একনেকের সিদ্ধান্ত অনুসারে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করার বিষয়ে তিনি সভায় উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

২.৮ প্রধান (কার্যক্রম) বৈদেশিক অনুদান/ঋণ সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে বলেন যে, বিগত কয়েক অর্থ বছরের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনায় লক্ষ্য করা যায়, মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বৈদেশিক অনুদান/ঋণ সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাসময়ে ব্যয় করতে না পারায় সংশোধিত এডিপিতে প্রকল্প সাহায্য খাতের বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস করা হয়। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে প্রকল্প সাহায্য খাতে একইভাবে মোট ৯০০০ কোটি টাকা (১৫%) হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে। কাজেই ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের অবশিষ্ট সময়ে প্রকল্প সাহায্য খাতে পুনঃনির্ধারিত বরাদ্দের বাস্তবায়ন হার শতভাগ অর্জনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণ, মনিটরিং জোরদারসহ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রস্তাব করেন। স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নপুষ্ট প্রকল্পের অনুকূলে সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয়ের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া, আর্থিক ব্যবস্থাপনার স্বার্থে নিজস্ব অর্থায়নপুষ্ট প্রকল্পের বিপরীতে আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত ব্যয় প্রতিফলন না করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও গুণগতমান নিশ্চিতকরণে আইএমইডি'র পাশাপাশি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিয়মিতভাবে পরিদর্শন ও মনিটরিং জোরদার করার প্রস্তাব করেন।

www.rthd.gov.bd // date: 2019-03-10

৩.০ আলোচনাঃ

৩.১ সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ ও সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ এ পর্যায়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এডিপিতে সর্বোচ্চ বরাদ্দের বিপরীতে ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে কম অগ্রগতি সম্পন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত জানতে চান। এ প্রেক্ষিতে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব সভায় জানান যে, চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এডিপিতে ২টি বড় প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দের প্রায় ৬২% বরাদ্দ রয়েছে। এর মধ্যে "পদ্মা সেতু রেল সংযোগ সড়ক" শীর্ষক প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষরে বিলম্ব, ৫-৬টি জেলায় ভূমি অধিগ্রহণ, ডিজাইন পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে প্রকল্পটির আশানুরূপ অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। এছাড়া "দোহাজারী-রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু-মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের কক্সবাজারে ভূমি অধিগ্রহণ সমস্যা এবং বন বিভাগের সাথে জমি সংক্রান্ত জটিলতা এবং বিদ্যুতের লাইন স্থানান্তর জনিত সমস্যার কারণে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। তবে চলতি অর্থ বছরের অবশিষ্ট সময়ে এসকল সমস্যা, চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এডিপির বাস্তবায়নে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

৩.২ আলোচনায় সচিব, আইএমইডি বলেন যে, প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যথাযথভাবে না করার কারণে বাস্তবায়ন পর্যায়ে ডিজাইন পরিবর্তন, ব্যয় বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়। তাই প্রকল্পগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারী খাতে উন্নয়ন প্রকলপ প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতী অনুসরণে যথাযথভাবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করা আবশ্যক মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। এছাড়া প্রকল্পে কার্যক্রসমূহ বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পরামর্শক নিয়োগের বিষয়েও তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন করা হলেও প্রকল্প গ্রহণের পরে মাটির গুণগত কারণে বা অন্যান্য কিছু বিষয়ে ডিজাইন পরিবর্তন করতে হয়। এক্ষেত্রে ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদনের বিষয়ে আরো যত্নশীল হওয়া আবশ্যক বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। যথাযথ যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রকল্পের পরার্মশক নিয়োগের বিষয়েও তিনি আলোকপাত করেন।

৩.৩ আলোচনায় সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) (লাইন-৬) প্রকল্পের এডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের একটা বড় অংশ অব্যয়িত রয়েছে। এছাড়া IBAS++ এর জটিলতার কারণেও এ বিভাগের বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার কিছুটা কম। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব বলেন, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত সংশোধিত এডিপিতে বিভাগটির অনুকূলে অতিরিক্ত ১৫৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সচিব জানান যে, প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ প্রকল্প পরিচালক-এর অপ্রতুলতা রয়েছে। প্রকল্প গতিশীল করার জন্য চুক্তিভিত্তিক/অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রকল্প পরিচালক করা যায় কিনা তা বিবেচনা করা যেতে পারে।

৩.৪ সভাপতি মহোদয় সর্বনিম্ন অগ্রগতি সম্পন্ন ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের কম অগ্রগতির কারণ সম্পর্কে জানতে চান। এ বিষয়ে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের প্রতিনিধি জানান যে, একটি প্রকল্প আইসিটি সম্পর্কিত এবং বেশ টেকনিক্যাল বিধায় এটি বাস্তবায়নের জন্য আইসিটি বিভাগকে হস্তান্তর করা হয়েছে। এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৩৩.০০ কোটি টাকা বাদ দিলে মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বেড়ে ২৪% এ দাঁড়াবে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব সভায় জানান যে, "জাতীয় রাজস্ব ভবন নির্মাণ" প্রকল্পের বাস্তবায়নে জটিলতা থাকায় বরাদ্দকৃত অর্থ যথা সময়ে ব্যয় হয়নি। এছাড়া প্রকল্প সমূহের অনুকূলে পূর্ণকালীন কোন প্রকল্প পরিচালক নেই। মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তাগণই প্রকল্প পরিচালক হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এতে করে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ দ্রুত করা সম্ভব হয় না। এছাড়াও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর প্রত্যেকে চলতি অর্থ বছরের অবশিষ্ট সময়ে কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী এডিপির যথাযথ বাস্তবায়ন করতে পারবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

৩.৫ আলোচনায় গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব জানান, চলতি অর্থ বছরে এ মন্ত্রণালয়ে মোট ৯৬টি প্রকল্প চলমান রয়েছে এবং জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রায় ৪০.৫২% যা জাতীয় গড় অগ্রগতির চেয়ে বেশী। চলতি অর্থ বছরের অক্টোবর-নভেম্বর ২০১৮ সময়ে মন্ত্রণালয়টির ১৯টি নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। প্রস্তাবিত আরএডিপিতে এ প্রকল্পগুলোর যথাযথ বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে অতিরিক্ত প্রায় ২০৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রয়োজন হবে।

৩.৬ বিবিধ আলোচনায় সেতু বিভাগের সিনিয়র সচিব সভায় বলেন যে, প্রকল্প বাস্তবায়নে চীনের সঙ্গে ঋণ চুক্তি হলেও সঠিক সময়ে ফান্ড ডিসভার্সমেন্ট না হওয়ার কারণে এডিপি বাস্তবায়ন মন্থর হয়। এছাড়া জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের অনুকূলে

www.thd.gov.bd // date: 2019-03-10

এ।৩পি বরাদ্দ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরার লক্ষ্যে বিশেষ প্রয়োজনে উন্নয়ন সাহায়তা খাতে ১৫-২০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা যে পারে যা মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদার ভিত্তিতে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া যাবে।
এ প্রসঙ্গে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, চুক্তি সম্পাদন না হওয়া পর্যন্ত প্রকল্পটি কিভাবে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়? তা ছাড়া যতক্ষণ অর্থ ছাড় না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা হিসেবে কেন আসবে? এ বিষয়ে সভাপতিকে অবহিত করা হয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভায় উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নের উৎস নিশ্চিত কিনা এ বিষয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মতামত গ্রহণ করা হয়।

৩.৭ এডিপির বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব জানান যে, জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত মন্ত্রণালয়টির অগ্রগতি জাতীয় অগ্রগতির চেয়ে কম হলেও অর্থ বছরের অবশিষ্ট সময়ে এডিপির শতভাগ বাস্তবায়নে কাজ করবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আগামী জুলাই থেকে PEDP-4 এর কার্যক্রম শুরু হবে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুসরনে নির্বাচনকালীন সময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকায় এডিপির বাস্তবায়ন অগ্রগতি কিছুটা কম। প্রস্তাবিত আরএডিপিতে বাস্তবতার নিরিখে বরাদ্দ এডিপি অপেক্ষা কিছুটা কম প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩.৮ এ পর্যায়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব সভায় বলেন যে, এডিপির যথাযথ বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মধ্যে ভূমি অধিগ্রহণ ব্যতিত অন্য কোন সমস্যা নেই। সভায় সুরক্ষা সেবা বিভাগের প্রতিনিধি জানান, চলতি অর্থ বছরের এডিপিতে ২০টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে এডিপির বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার জাতীয় অগ্রগতির কম হলেও বছরান্তে অত্র বিভাগের অগ্রগতি বিগত বছরের ন্যায় ৯৫% এর অধিক হবে বলে তিনি আশাবাদী। অতঃপর জননিরাপত্তা বিভাগের প্রতিনিধি জানান, নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যবৃন্দ জাতীয় নির্বাচন কার্যক্রমে ব্যস্ত থাকায় এ পর্যন্ত তাদের প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার কিছুটা কম হলেও অর্থ বছরের অবশিষ্ট সময়ে তা কাটিয়ে উঠা সম্ভব হবে।

৩.৯ সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বলেন যে, এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে শুধু আর্থিক অগ্রগতি দেখানো হয়। তবে এর পাশাপাশি বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার অগ্রগতির প্রতিফলনও দেখানো যেতে পারে। এছাড়া তিনি প্রকল্পে অতিরিক্ত দায়িত্বের পরিবর্তে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। আলোচনায় অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, পরিবেশে, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সঠিক ধারায় এডিপির বাস্তবায়নের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সভায় বলেন, ভ্যাকসিনের পর্যাপ্ততা না থাকা, জাইকা কনসালটেন্ট নিয়োগ না হওয়া, ইন্ডিয়ান এলওসি সংক্রান্ত জটিলতা এবং অর্থ বিভাগের IBAS++ এ এন্ট্রি দেয়া সংক্রান্ত জটিলতায় প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি কিছুটা কম। অন্যদিকে, সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ জানান, বর্তমানে এডিপিতে ১০টি Operation Plan (OP) ও ৫টি প্রকল্পসহ সর্বমোট ১৫টি প্রকল্প চলমান রয়েছে যার মধ্যে প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত কাজে জটিলতার কারণে এডিপির বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার কিছুটা কম।

৩.১০ আলোচনায় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, অন্যান্য বছরের ন্যায় চলতি অর্থ বছরেও মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বৈদেশিক অনুদান/ঋণ সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাসময়ে ব্যয় করতে না পারায় সংশোধিত এডিপিতে প্রকল্প সাহায্য খাতের বরাদ্দ প্রায় ৯০০০.০০ কোটি টাকা (১৫%) হ্রাসের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি বলেন যে, উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থার সাথে যথাসময়ে ঋণ চুক্তি, প্রয়োজনীয় অর্থ প্রাপ্তি, অবমুক্তি বা ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়ে কোন ধরনের হলে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ইআরডি'কে অবহিত করলে ইআরডি কর্তৃক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজনে সমস্যা নিরসনে মন্ত্রণালয়/বিভাগ, উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থার সাথে ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবান করে সমস্যা সমাধান করা হবে।

৩.১১ আলোচনায় সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় সভায় বলেন যে, বর্তমানে ৩টি জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প চলমান রয়েছে। এসকল প্রকল্পের আওতায় স্মার্ট কার্ড বিতরণ, Electronic Voting Machine (EVM) সংগ্রহের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে এডিপির বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্তোষজনক হারে বাড়াতে তিনি মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক MTBF এর সিলিং

www.rthd.gov.bd // date: 2019-03-10

পর্যালোচনার আহবান জানান। এছাড়া তিনি আগামী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে Electronic Voting Machine (EVM) প্রকল্পের অনুকূলে আরো অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রয়োজন হবে মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। সচিব, সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় সভাকে বলেন যে, প্রকল্প বাস্তবায়নে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দিয়ে গ্রেড ভিত্তিক প্রকল্প পরিচালক পুল তৈরি করা যেতে পারে। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে cost effectiveness, Log frame, risk analysis, Feasibility study এসব বিষয়ে আরো গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন।

৩.১২ সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ ও সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ এ পর্যায়ে ৫৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ জাতীয় গড় ৩৪.৪৩% বা তদুর্ধ্ব অগ্রগতি অর্জনে সক্ষম হয়েছে তাদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে বিগত বছরের ন্যায় চলতি অর্থ বছরের এডিপি/আরএডিপি বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান। অপরদিকে, যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এডিপি বাস্তবায়নে সন্তোষজনক সফলতা প্রদর্শন করতে পারেনি, সে সব মন্ত্রণালয়/বিভাগকে বাস্তবায়ন কাজ জোরদার ও মনিটরিং এর মাধ্যমে চলতি অর্থ বছরের এডিপি/আরএডিপি বাস্তবায়ন হার বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে অনুরোধ জানান।

৩.১৩ সভায় সভাপতি মহোদয় অভিমত ব্যক্ত করনে যে, আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিবগণ উপস্থিত হবেন এটাই কাম্য। বিশেষ কোন কারণে উনি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত না থাকতে পারলে পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অবশ্যই আসবেন। এডিপির বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিস্তারিত আলোচনান্তে দেখা যাচ্ছে যে, বাস্তবায়নের হার কম/বেশি হলেও প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ সঠিক ধারায় এডিপির বাস্তবায়নের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে যা সন্তোষজনক। এই চলমান কার্যক্রমকে আরো ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। একনেক এর উদ্বৃতি দিয়ে তিনি উল্লেখ করেন যে, এক ব্যক্তিকে একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে। এছাড়া, প্রকল্প পরিচালকদের প্রকল্প এলাকায় অবস্থান নিশ্চিত করার বিষয়েও তিনি গুরুত্বরোপ করেন। ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমন্বয়ের মাধ্যমে দ্রুততার সাথে সমাধান করার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন। ভূমি সংক্রান্ত শ্রেণী পরিবর্তনের বিষয়টি আরো গতিশীল করতে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন যে, অর্থ বিভাগ কর্তৃক মন্ত্রণালয়/বিভাগের অনুকূলে প্রদত্ত MTBF সিলিং পুন:পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার নিকট হতে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রাপ্তির লক্ষ্যে আলোচনা আরও জোরদার করতে হবে।

৪.০ সিদ্ধান্তঃ

বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

৪.১ প্রকল্পের অনুকূলে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দসহ বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদন করতে হবে;

৪.২ মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পের অগ্রাধিকার নির্ধারণপূর্বক MTBF-এর সিলিং এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে;

৪.৩ প্রকল্পের সুফল যথাসময়ে জনসাধারনের নিকট পৌঁছাতে চলমান প্রকল্প সংশোধনসহ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে;

৪.৪ বৈদেশিক অনুদান/ঋণ সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পের মনিটরিং জোরদারসহ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

৪.৫ ঋণ চুক্তি, প্রয়োজনীয় অর্থ প্রাপ্তি, অবমুক্তি বা ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক ইআরডি, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং পরিকল্পনা কমিশনের সাথে সমন্বিতভাবে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

www.rthd.gov.bd || date: 2019-03-10

৪.৬ প্রকল্প সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প কাজের বিষয়ে সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন ও দক্ষ প্রক পরিচালক পদায়ন/নিয়োগ/প্রকল্প পরিচালকদের প্রকল্প এলাকায় অবস্থান নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

৪.৭ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত পরিপত্র যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। এক ব্যক্তিকে একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ যথা সম্ভব পরিহার করতে হবে;

৪.৮ আইএমইডি'র পাশাপাশি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রধানগণ এবং প্রকল্প পরিচালকগণ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিয়মিতভাবে পরিদর্শন ও মনিটরিং করবে;

৪.৯ যথাসময়ে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

৪.১০ একনেকের সিদ্ধান্ত অনুসরণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করার বিষয়ে আরো গুরুত্বরোপ করতে হবে;

৪.১১ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথ যাচাই বাছাইপূর্বক সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও যোগ্য পরামর্শক নিয়োগ করতে হবে;

৪.১২ IBAS++ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অর্থ বিভাগের সাথে আলোচনাপূর্বক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

৪.১৩ মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিবগণ উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয়। বিশেষ কোন কারণে তিনি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত না থাকতে পারলে পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অবশ্যই আসবেন।

৫.০ সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

তারিখ:

(এম.এ. মান্নান, এমপি)
পরিকল্পনা মন্ত্রী

২৪/২/২০১৯

www.rthd.gov.bd // date: 2019-03-10